যুগান্তর

তারিখ 28 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

40 Report

যুগান্তর

রোববার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের সময় ছাত্রদলের ক্যাডাররা লাঠিসোটা নিয়ে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া করে

রাবিতে ছাত্রদলের দু'গ্রুপে সংঘর্ষ ক্যাম্পাসে উত্তেজনা : আহত ২

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ক্যাডারদের ছুরিকাঘাতে দুই ছাত্র গুরুতর আহত হয়েছে। কম্পিউটার কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ক্যাডাররা শনিবার রাতে ও রোববার দুপুরে প্রকাশ্যে পৃথক হামলা চালিয়ে এ দু'ছাত্রকে ছুরিকাঘাত করে। আহত ন-বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী একরামুল ইসলাম হীরা এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী সৈয়দ ফাতেহ আলী বুলবুলকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে হীরার অবস্থা গুরুতর।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুলবুলের বন্ধু, মেসমেটসহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা ছাত্রদলের আরেক অংশকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের সামনেই ক্যাম্পাসে সশস্ত্র মহড়া দিয়েছে। সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত হামলাকারী ক্যাডারদের খুঁজে ফিরছিল তারা। দুপুরে ছাত্রদল ক্যাডাররা দু'দফা ছুরিকাঘাত করলে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্যাম্পাস ও এর পার্শ্ববর্তী বিনোদপুরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ নিয়ে মতিহার থানায় পৃথক দুটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

অন্যদিকে পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) ব্যারিস্টার ড. জিল্লুর রহমানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হামলাকারী ক্যাডারদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তবে শিক্ষার্থী ও ছাত্রদলের ভিন্ন সূত্র প্রশাসনকে জানিয়েছে, উত্তেজনা : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

উত্তেজনা : ক্যাম্পাসে

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

দু'দিনের মধ্যে এ বিষয়ে পদক্ষেপ না নিলে ক্যাডারদের শাস্তি ও ছাত্রত্ব বাতিলের দাবিতে তারা শিক্ষার্থীদের নিয়ে কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলবে। ক্যাম্পাসে বহিরাগত ক্যাডারদের প্রবেশ কঠোর দাবিও জানায় তারা।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার বুলবুল মার্কেটিং বিভাগের তৃতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী ও ছাত্রদল ক্যাডার আশীষের কাছ থেকে আট হাজার টাকায় প্রিন্টারসহ একটি পুরনো কম্পিউটার কিনেন। কিন্তু তখন কম্পিউটারের দুটি যন্ত্রাংশ মনিটর ও হার্ডডিস্ক দেয়নি আশীষ, যা শনিবার দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু শনিবার রাতে আশীষ তা না দিয়ে উল্টো ছাত্রদলের পেরেবাংলা হল শাখার আহ্বায়ক আরাফাত রহমান আশিক, ছাত্রদল ক্যাডার রানা, রাজিব, রবিসহ বেশ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী বিনোদপুরের মাস্টার আবদুর রহিম ছাত্রাবাসে বুলবুলের কাছে আগের দিন দেয়া প্রিন্টারটি আনতে যায়। এ সময় বুলবুল তা দিতে অস্বীকার করলে ছাত্রদল ক্যাডাররা ভোরপূর্বক বুলবুলের মোবাইল ও নগদ পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে আসে। এ সময় বুলবুল তা দিতে বাধা দিলে ক্যাডাররা তার ওপর হামলা চালায় এবং একপর্যায়ে বুলবুলের হাতে ছুরিকাঘাত করে। ওই ছাত্রাবাসের আবাসিক ছাত্র হীরাসহ কয়েকজন ঘটনার মীমাংসার চেষ্টা করে। পরে ছাত্রদল ক্যাডাররা 'ক্যাম্পাসে তারা কিভাবে যায়' সেটি দেখে নেয়ার হুমকি দিয়ে ছাত্রাবাস ত্যাগ করে।

এ ঘটনায় বুলবুল রাতেই মতিহার থানায় রানা, রাজিব ও আশীষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। তবে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম খান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর এনামুল হক রোববার সকাল ১০টায় উভয় পক্ষকে নিয়ে মীমাংসার জন্য বসার আহ্বান জানান।

থানায় অভিযোগ করার কথা জানতে পেরে ছাত্রদল ক্যাডার রানা, রাজিব, আশীষ, রাতুল, রবি, শামীমসহ বহিরাগত কয়েকজন সকালে ক্যাম্পাসে মহড়া দেয় এবং অভিযোগকারীদের খুঁজতে থাকে। এ খবর হামলার শিকার বুলবুলের বন্ধুরা পেয়ে ছাত্রদলেরই ভিন্ন গ্রুপের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্র কলাভবন ও ইসমাইল হোসেন সিরাজী ভবনে পাল্টা সশস্ত্র মহড়া দেয়। এ সময় এ দু'ভবনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরাজী ভবনের সামনে হীরাকে একা পেয়ে চাইনিজ-কুড়াল, লোহার রড ও লাঠিসোটা দিয়ে বেধড়ক পেটায় রানা-রাজিব-আশীষের গ্রুপ। পরে তার সহপাঠীরা তাকে প্রথমে রাবি চিকিৎসা কেন্দ্রে এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করায়।

খবর পেয়ে হামলার শিকার গ্রুপটি আবারও তাদের খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। বেলা ২টা পর্যন্ত তাদের না পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে আশিকসহ অন্যদের গ্রেফতারের দাবি জানায়। শিক্ষার্থীরা জানায়, বিনোদপুর ও ক্যাম্পাসে হামলাকারী ছাত্রদলের ক্যাডাররা ছিনতাই ও মাদক ব্যবসা করে থাকে। বিনোদপুরের নিত্য ছাত্রাবাসের ষষ্ঠ তলার একটি কক্ষে এবং ক্যাম্পাসের কয়েকটি স্থানে তারা জুয়া ও মাদকের আসর বসায়। মূলত মাদকের টাকা ভোগাড় করতেই ক্যাম্পাসে নিয়মিত ছিনতাই, চুরি ও মাদক ব্যবসা চালায় আশিক-রানা-রাজিবের ক্যাডার গ্রুপটি। তবে অনেক চেষ্টা করেও এ রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত এ গ্রুপটির কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অধ্যাপক ড. এনামুল হক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। রাজশাহী পুলিশের ডিসি (পূর্ব) ব্যারিস্টার ড. জিল্লুর রহমান জানান, ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ প্রশাসন এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। তিনি বলেন, এরপরও যদি হামলাকারী ক্যাডাররা কারও ওপর আক্রমণের চেষ্টা চালায় তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম খান থানায় অভিযোগ দায়েরের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাবি শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ ওয়াহেদুজ্জামান সাংবাদিকদের জানান, সংগঠনের পক্ষে বিষয়টি গুরুতরসহকারে খতিয়ে দেখা হবে।